বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১১

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রায় ৬ বছর যাবৎ দেশের ছোট ও মাঝারী আকারের এনজিও এবং সিবিওদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে| এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে| বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে| এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা গত অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১০ সময়কালের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে|

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন| তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়|

ব্যবস্থাপনা পরিচালক গত ১৪ মার্চ ২০১১ তারিখে সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তি অনুদানের চেক প্রদান করেন|

গত জানুয়ারি ২০১১ হতে মার্চ ২০১১ তারিখ পর্যন্তবাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তি তে ১০০টি এনজিও-কে চেক প্রদান করা হয়| চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা

পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেকগুলো হস্তান্তর করেন|

তথ্য প্রযুক্তিতে অন্ধদের অগ্রগতি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে 'অন্ধদের জন্য আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' নামক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী সহযোগীতা সংস্থা (বিপিএসএস)| সংস্থাটি ফাউন্ডেশন হতে চার কিস্তিতে ৯ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছে| সংস্থাটি ঢাকা জেলার মিরপুরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অন্ধদের ঔঅডঝ সফ্টওয়্যার মাধ্যমে কম্পি উটার শিক্ষা প্রদান করছে|

সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী জনাব হারুন-অর-রশিদ ভিজ্যুয়ালী ইমপেয়ার্ড হওয়ায় তিনি নিজ উদ্যোগে অন্ধদের তথ্য প্রযুক্তিতে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কম্পি উটার পরিচালনার জন্য ঔঅডঝ সফ্টওয়্যার চালু করেন| সংস্থাটি জানুয়ারি ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ পর্যন্ত ওঈঞ ঞৎধরহরহম চৎড়মৎধসসব ভড়ৎ চবৎংড়হ রিঃয ঠরংঁধষ ওসঢ়ধরৎসবহঃ শীর্ষক কোর্সে ৬ ব্যাচে ৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে| ভিজ্যুয়ালী ইমপেয়ার্ড ব্যক্তিগণ আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে কোন বয়সে সচেতন হতে পারেন| ফলে তাঁদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি হচ্ছে| ঔঅডঝ সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অন্ধগণ বিভিন্ন সংস্থায় চাকুরী পেতে সক্ষম হচ্ছেন|

সংস্থাটি ৭২ দিনে ২১০ ঘন্টায় ঔঅডঝ, ডরহফড়ংি ঙঝ, গঝ ডড়ৎফ, গঝ ঊীপবষ, গঝ চড়বিৎ চড়রহঃ, ওহঃবৎহবঃ কোর্স প্রশিক্ষণ প্রদান করছে| সংস্থাটি ভিজ্যুয়ালী ইমপেয়ার্ড এর জন্য ফান্ডামেন্টাল কম্পি উটার লেভেল প্রশিক্ষণ কোর্স, এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের জন্য প্রতিদিন ৩ ঘন্টা দুপুর ২.৩০ থেকে ৫.৩০ টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে| ০১ জানুয়ারি ২০১১ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত এবং ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত দুই ব্যাচে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে|

লবনাক্ত ও আর্সেনিকযুক্ত উপকূলীয় এলাকায় সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্টের সাফল্য

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অনুদানে বাগেরহাট জেলায় রানার দারিদ্র্য বিমোচন কেন্দ্র নামক সহযোগী সংস্থা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয়জল উৎপাদন ও সরবরাহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে| সংস্থাটির অনুকূলে এ পর্যন্ত তিন কিস্তিতে ৭.৫ লক্ষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে| সংস্থাটি বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার ধানসাগর গ্রাম এবং মোড়েলগঞ্জ শরণখোলা হাইওয়ের পাশে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিরাপদ পানীয়জল প্রকল্পের সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প-্যান্ট নির্মাণের কাজ শুরু করে| অর্থাভাবে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্প ন্ন করতে না পারায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের শরণাপন্ন হয়|

ঔঅডঝ সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে একজন ভিজ্যুয়ালী ইমপেয়ার্ড ডরহফড়ংি ঙঝ, গঝ ডড়ৎফ, গঝ ঊীপবষ, গঝ চড়বিৎ চড়রহঃ, ওহঃবৎহবঃ ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করতে পারবেন| ঔঅডঝ এমন একটি সফ্টওয়্যার, যা ডরহফড়ংি ঙঝ, গঝ ডড়ৎফ, গঝ ঊীপবষ, গঝ চড়বিৎ চড়রহঃ, ওহঃবৎহবঃ ইত্যাদি কাজ করার সময় স্পীচের মাধ্যমে কমান্ড ও নেভিগেশন করবে এবং তা সম্প াদন করতে সহায়তা করবে| যাঁরা লো-ভিশন তাঁদের কম্পি উটারের মনিটরের স্ক্রীন ওয়াইড (বড় হবে) করে উপস্থাপন করবে এবং কমান্ড করতে সহায়তা করবে| এ কোর্সের উদ্দেশ্য হলো প্রথমত: কম্পি উটার পরিচালনা করা, কম্পো াজ, ই-মেইলে চিঠি আদান-প্রদান, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং পরীক্ষা দেয়া, লেসন ও নোট লেখা ইত্যাদি কাজ স্বাধীনভাবে করা| দ্বিতীয়ত: স্বাভাবিক ব্যক্তির সাথে অফিস পরিবেশে কার্য সম্প াদনে দক্ষতা প্রদর্শন, তৃতীয়ত: জ্ঞান অর্জনে অধিকতর সুযোগ লাভ করা ও কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সক্ষমতা অর্জন এবং চতুর্থত: শিক্ষা অর্জনের পর চাকুরী বা পেশায় ভাল সুযোগ লাভ করা|

প্রত্যাশিত অর্জন ঃ মোড়েলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া এবং নিশানবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৯টি গ্রামের গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার সমূহ বাছাইপূর্বক ৩৬০টি পরিবারের ১৮০০ সদস্যের অনুকূলে বিনামূল্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য এবং ঐ সকল পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ২৪টি গ্রুপে সংগঠিত করে প্রতি গ্রুপে ১৫টি পরিবার সদস্যকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্ম এলাকায় ১৪টি স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে এবং ১৮টি মসজিদের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে প্রকল্পের পানীয়জল সংগ্রহের জন্য সচেতনতামূলক বৈঠকের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে|

সংস্থাটি ২০১০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১৬,৬৮০ জন গ্রুপ সদস্যকে বিনামূল্যে ৬৪,৬৭০ লিটার এবং সন্নিহিত এলাকায় অসংগঠিত ১,২১৫টি পরিবারকে ১৯,৩০৮ লিটার বিশুদ্ধ পানি নাম মাত্র মূল্যে সরবরাহ করেছে|

এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ন্যাচার সার্ভিস এসোসিয়েশন(নাসা) রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ এবং সদর উপজেলায় ২০০৫ সন থেকে এইডস/এইচআইভি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, বৈঠক, কবিগান, নাটক, বিশেষ সভা এবং পোষ্টার, ষ্টিকার, ব্রশ্যুর ও কনডম বিতরণ করে আসছে|

২০০৮ সনে গোয়ালন্দ উপজেলার চরদেলন্দি ও চরভবানীপুর গ্রামে প্রায় ৪০০ জন লোকের মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে

শতকরা ১৪/১৫ জন লোক এইডস রোগের নাম শুনেছে, ৫/৭ জন লোক এই রোগের ১টি কারণ বলতে পারে| এছাড়া অধিকাংশ লোকের ধারণা একই থালা-বাসনে খাবার খেলে ও একই বিছানাতে ঘুমালে এই রোগ ছড়াতে পারে| **নাসা** এই সকল গ্রামে কবিগান, বৈঠক, ষ্টিকার, পোষ্টার এবং ব্রশ্যুর বিতরণ করার মাধ্যমে- এইডস কি ? কি ভাবে ছড়ায় ? এইডস থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় ইত্যাদি সম্পর্কে সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে|

গোয়লন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নে রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম পতিতালয়| এই পতিতা পল্লীতে প্রায় ২৫০ জন যৌনকর্মীকে এইডস বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে ও সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা প্রদানসহ কনডম বিতরণ করা হয়েছে এবং ৪০ জনের এইচআইভি ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে| তবে কোনো এইচআইভি পজিটিভ বাহী ব্যক্তি পাওয়া যায়নি|

মটরযান শ্রমিক, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের নিয়ে বৈঠক মাধ্যমে এইডস সর্ম্পকে সচেতন করা হচ্ছে| রক্ত আদান প্রদানের আগে পরীক্ষা করার পরমার্শ দেওয়া হচ্ছে| একই সুঁচ-সিরিঞ্জ দিয়ে ভাগাভাগি করে মাদক গ্রহণ না কারার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং যৌন মিলনের সময় সঠিক নিয়মে কনডম ব্যবহার করার পরমর্শ দেয়া হচ্ছে| ফলে তারা নিরাপদ যৌন আচরণে অভ্যস্ত হচ্ছে|

সেমিনার এর মাধ্যমে স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ও ইমাম সাহেবদের এইডস সর্ম্পকে সচেতন করা হয়| ফলে তাঁরা একই সুঁচ জীবানু মুক্ত না করে একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার এবং ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণের কারণে এইডস রোগ ছড়াতে পারে সে সম্পর্কে জানতে পারছে এবং এ বিষয়ে সচেতন হচ্ছে| এছাড়াও ইমাম সাহেবগণ এলাকায় নিজ নিজ মসজিদে গিয়ে মুসলি-দের সাথে এইচআইভি/এইডস এর কুফল ও প্রতিরোধের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করার মাধ্যমে সচেতন করছেন|

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড দিন দিন কমতে শুরু করেছে| তাই নাটক দেখার আকর্ষণে বহু লোক একত্রিত হচ্ছে| ফলে বিনোদনের পাশাপাশি এই রোগ সম্পর্কে জানতে পারছে এবং সচেতন হচ্ছে|

বাউল শিল্পীদের নিয়ে কবিগানের মাধ্যমে এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে| এইডস সম্পর্কে (সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক) তৈরি করা গানের কথা প্রত্যেকে আগ্রহ নিয়ে শুনছে | ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকদের মধ্যে এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে|

এ পর্যন্ত ২২টি সেমিনার, ৭৮টি বৈঠক, ১৬টি কবিগান, ৪টি সুশীল সমাজ নিয়ে বিশেষ সভা এবং ২টি নাটকের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ষ্টিকার, পোষ্টার এবং ব্রশ্যুর বিতরণ করা হচ্ছে|

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনিজও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক কে অন্তর্ভুক্ত করত ১৬ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে| তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশি-ষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন| বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে| এ যাবৎ ৬৭৩টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে | তন্মধ্যে ৬৭টি সহযোগী সংস্থা দ্বিতীয়বার পরিবীক্ষণ করা হয়েছে| ৬৭৩টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্প ষ্ট হবে|

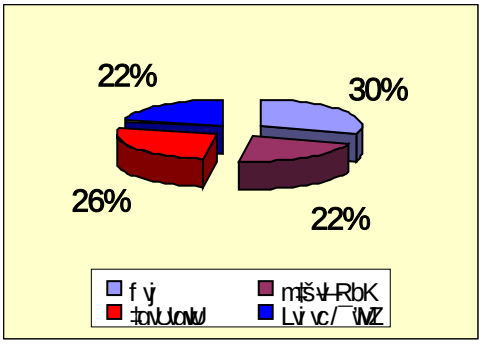

চিত্র: পরিবীক্ষণ সংশি-ষ্ট তথ্য

ফাইলেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহয়তায় ইনষ্টিটিউট অব এলার্জি এন্ড ক্লিনিক্যাল ইমুনোলজী অব বাংলাদেশ (আইএসিআইবি) দরিদ্র ফাইলেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য এম.এস.আর ক্রয় করা এবং রোগীদের বিনামূল্যে এম.এস.আর সামগ্রী সরবরাহ করছে| এছাড়া নিয়মিতভাবে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে আক্রান্ত রোগীদের উপর ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করছে|

ফাইলেরিয়া বা গোদা রোগ বাংলাদেশের একটি ব্যাপক জনস্বাস্থ্য সমস্যা| মশা বাহিত এ রোগ সাধারণত মানব দেহের বিভিন্ন লশিকা গ্রন্থী যেমন হাত, পা, অন্ডোকোষ সহ যৌনাঙ্গ ফুলে বিকৃত হয়ে যায়| ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি হয়ে উঠে নিজের, পরিবারের ও সমাজের কাছে বোঝা স্বরূপ| আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন হয় দুর্বিষহ ও যন্ত্রণাময়| বিশেষ করে আক্রান্ত মহিলাদের জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি|

বাংলাদেশর উত্তর অঞ্চল, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সবকটি জেলাসহ বরিশাল বিভাগে ফাইলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রয়েছে| দেশের ৩৪টি জেলার লোকদের রক্তের মধ্যে ফাইলেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে| ২০০৩ সালে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে ফাইলেরিয়া হাসপাতাল নির্মাণ হওয়ার পর থেকে সংস্থাটি ফাইলেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আইএসিআইবি ফাইলেরিয়া রোগীদের জন্য একটি মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয় করে যা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন করে লোকদের এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করা হয়| তাছাড়া ২০০৮ সাল থেকে এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ২০৫ জন হাইড্রসিল আক্রান্ত বিকলাঙ্গ গরীব রোগীদের অস্ত্রপাচারের জন্য সার্জারি উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে|

ফাইলেরিয়া আক্রান্ত দরিদ্র বিকলাঙ্গ রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করায় তারা সুস্থ জীবন যাপন করছে এবং দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জন সংক্রান্ত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করছে| ফলে দরিদ্রতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পরিবারে শান্তি ফিরে আসছে| বর্তমানে এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে হাইড্রসিল আক্রান্ত গরীব রোগীদের অপারেশনের উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে|

মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও ছাগল পালন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় কপোতাক্ষ সোসাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-কেএসডিএফ যশোর জেলার ঝিকরগাছা ও সদর উপজেলার ১০টি গ্রামে স্যানিটেশন কার্যক্রম ও ১৩টি গ্রামে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে মৎস্য চাষ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিনামূল্যে বিতরণ করেছে| বিএনএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সংস্থাটি কোয়েল পাখি চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে যা বর্তমানে চলমান অবস্থায় আছে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে সংস্থাটি ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত ২ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে ঝিকরগাছা উপজেলার ১০ টি গ্রামে স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে| সংস্থাটি ২৪০টি দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ২৪০ সেট ল্যাট্রিন বিতরণ করেছে যার উপকারভোগী প্রায় ১৫০০ জন| এসব উপকারভোগীদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ল্যাট্রিনগুলো ব্যবহার বিধি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়| ফলে গ্রামগুলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভোগান্তি থেকে মুক্ত হয়েছে| ডায়রিয়া ও নানা রকম পেটের পীড়া, যা আগে লেগে থাকত, তার প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে সংস্থাটি ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে ৫ লক্ষ টাকার অনুদানে ঝিকরগাছা ও যশোর সদর উপজেলার ১৩টি গ্রামে মৎস্য চাষ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ৮৫০০টি উন্নত জাতের মাছের পোনা, ২৫টি ছাগল, ৫০০টি ক্যাম্বেল হাঁস, ১০ সেট টিকা দানের সামগ্রী বিতরণ করেছে| কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান আছে| উপকারভোগীরা পশু পাখির রোগ, টিকা দান ও উন্নত জাতের পশু পাখির জাত সম্পর্কে পরিচিত হচ্ছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পশু পাখি পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে| সংস্থাটির কার্যক্রমের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের পরিবারে বাড়তি আয় হচ্ছে এবং তাদের পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে|

বিএনএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সংস্থাটি কোয়েল পাখি চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যা বর্তমানে চলমান অবস্থায় আছে| অনেকে কোয়েল পাখি চাষটি প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে| কোয়েল পাখির ডিম ও মাংস সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর| ডিমে আছে অনেক ঔষধি গুণ যেমন উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানী, রক্তশূন্যতা ও স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি রোগ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম| কোয়েলের মাংস ফ্যাট ফ্রি|

বর্তমানে কেএসডিএফ এর তত্ত্বধানে ২০ টি খামার তৈরি করা হয়েছে| সেখান থেকে নিয়মিত ডিম ও বাচ্চা উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হচ্ছে| স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে ঢাকার বিভিন্ন বিপনী বিতানে (মিনা বাজার, আগোরা, প্রিন্স বাজার, জিমার্ট ইত্যাদি) কোয়েল পাখির ডিম ও মাংস বিক্রয় করা হচ্ছে| এ প্রকল্পের মাধ্যমে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলছে|

জেলে পাড়ার মালতি রানী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কুড়িগ্রাম জেলাধীন উলিপুর উপজেলার দূর্গাপুর ইউনিয়নের গোড়াই গ্রামে সাথী এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে জেলে বধু মালতি রানী দাস একটি ছাগল থেকে তার জীবনের ভাগ্য পরিবর্তন করে নিজেকে স্বাবলম্বী করেছেন|

গোড়াই গ্রামে বসবাস করে কয়েকটি জেলে পরিবার| খাল-বিল, নদী-নালায় মাছ ধরে তারা জীবিকা নির্বাহ করত| বর্তমানে সে সুযোগ তাদের নেই বললেই চলে| কারণ খাস জলাশয় বা কোন কোন খাল বিলে মাছ চাষ হয় বটে কিন্তু তা এখন সম্পদশালীদের দখলে| জেলে পরিবারগুলো অনেকটা অসহায় অবস্থায় দিন কাটায়| অভাবের কারণে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রী-র মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লেগে থাকত| শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন কোন সুবিধা তারা ভোগ করতে পারতো না| নারীরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নির্যাতিত হত| এই জেলে পাড়ার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত "নারীর ক্ষমতায়ন" কর্মসূচির আওতায় কাজ করে স্থানীয় সংস্থা সাথী এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন|

"নারীর ক্ষমতায়ন" কর্মসূচির মাধ্যমে জেলে পাড়ার বেশ কয়েকজন নারী উপকারভোগীদের মধ্যে এক জন মালতি রানী দাস, স্বামী নরেশ চন্দ্র দাস| নরেশ চন্দ্র দাসের আয়ের মূল হাতিয়ার মাছ ধরা কিন্তু তার কোন মাছ ধরার জাল না থাকায় সে আয় রোজগার তেমন করতে পারত না, তাই মালতি রানী অন্যের বাড়িতে কাজ করে ২ সন্তান নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাত| তাই সে সংসারের উন্নতি করার জন্য নিজে কিছু করার চেষ্টা করছিল|

এই সময় সাথী এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত "নারীর ক্ষমতায়ন" কর্মসূচির আওতায় তিনি ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং কর্মসূচির আওতায় ১৫/১১/২০০৮ তারিখে বিনামূল্যে একটি ছাগল পান| ইতোমধ্যে মালতি রানীর প্রাপ্ত ছাগলটি প্রথম বারেই ২টি বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা দুটিকে মালতি খাসি করে এক বছর পর বিক্রি করে ৩,৫০০/- টাকা আয় করেছে এবং আয় থেকে তাঁর স্বামীকে মাছ ধরার জাল কিনে দিয়েছে| ২য় বারে ছাগলটি আবারো ২টি বাচ্চা দিয়েছে| মালতি রানী অত্যন্ত খুশি, ভাবছে এই বাচ্চা দুটি আরও বেশী দামে বিক্রি করে সে টাকা স্বামীকে দিবে মাছের ব্যবসা করার জন্য এবং আরও কিছু টাকা দিয়ে তিনি আরও ছাগল কিনবেন| এই ভাবে মালতি ছাগল বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি ছাগলের খামার করার স্বপ্ন দেখেন||

বর্তমানে তাঁর ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে| তিনি এই ভাবে আরো বেশি আয়-উন্নতি করে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছেন| জেলে পাড়ার অন্যান্য উপকারভোগী সদস্যদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে| অন্যরাও মালতির মত তাদের জীবন জীবিকা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছেন| নিজেদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিজেরা করছেন| তাদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে|

কমিউনিটি বেজ্ড আর্সেনিক নিরসন ও গণ সচেতনতা সৃষ্টিকরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় আর্সেনিক নিরসন ও গণ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার সেবা সংঘ নামক এনজিও| সংস্থাটি নলকূপের পানি পরীক্ষা করে লাল সবুজ চিহ্নিতকরণ এবং আর্সেনিক সম্পর্কে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, উঠান বৈঠক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে মানুষকে আর্সেনিক সম্পর্কে সচেতন করছে| তাছাড়া আর্সেনিক মুক্তকরণ পানীয় জলের জন্য বিনামূল্যে সনো ফিল্টার বিতরণ করছে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে ২০০৮ সালে অনুদান পেয়ে ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নে এই কার্যক্রম শুরু করা হয়| ১ম কিস্তির অনুদানে সংস্থাটি ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবী (১৫ জন পুরুষ, ১৫ জন নারী) কে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মাধ্যমে গ্রাম জরিপ ও নলকূপের পানি পরীক্ষা করে| পরবর্তীতে আরও ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবী ও ১৫ জন ইমাম কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়| এ পর্যন্ত মোট ৭০০টি পরিবার জরিপ ও ৭০০টি নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে| যে সব নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি সে সব নলকূপে লাল রং এবং সহনীয় মাত্রার নলকূপে সবুজ রং লাগিয়ে দেয়া হয়েছে| লাল রং করা নলকূপের পানি পান করা ও রান্না থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে| যে সব নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে এমন দরিদ্র এলাকাতে ৯০টি আর্সেনিক মুক্তকরণ সনো-ফিল্টার বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ব্যবহারের জন্য

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে| একটি সনো-ফিল্টার থেকে ২/৩টি পরিবার আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পাচ্ছে| আরও ৫৪টি সনো ফিল্টার প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে| ৩টি ক্যাবল লাইনে আর্সেনিকের উপর সচেতনতামূলক তথ্য ও সংগীত পরিবেশন করা হয়| ৪টি স্পটে আর্সেনিকের উপর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়| এ পর্যন্ত মোট ৪০টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আর্সেনিক সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সচেতন করা হয়েছে| যার মাধ্যমে প্রায় ১৫০০ জন মহিলা উপস্থিত থেকে আর্সেনিকের ক্ষতিকারক বিষয়সমূহ ও বিকল্প পানির উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে| ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমিনার/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়|

এই সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ| তাঁরা এই প্রকল্পের প্রশংসা করেন এবং সেবা সংঘ ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন|

‡Rjv cÖkvmK Ges mn‡hvMx ms¯’vi cÖavb wbe©vnx Av‡m©wbK

আর্সেনিকোসিস রোগ কোন বংশগত বা ছোঁয়াচে রোগ নয়| আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি পান করা এবং সচেতনতা মাধমে এ রোগ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়| এ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার লোকজন আর্সেনিক সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়েছে| অনেকে নিজ উদ্যোগে সনো-ফিল্টার কিনছেন| ফলে এলাকাটিতে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত সংখ্যা কমতে শুরু করেছে|

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সহযোগী এনজিও সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস গত ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ পরিদর্শন করেন| তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কক্সবাজার জেলায় কর্মরত ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড) কর্তৃক পরিচালিত সেন্টমার্টিন দ্বীপে স্যানিটেশন ও নলকূপ বিতরণ শীর্ষক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে নলকূল বিতরণ করেন| উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও ক্রিডের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সোলায়মান খান উপস্থিত ছিলেন|

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মহোদয় নলকূপ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষা ও শিক্ষিত জনশক্তির ভূমিকা উলে-খ করে দ্বীপের উন্নয়নে সকলকে শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন| পরিশেষে তিনি সেন্টমার্টিন দ্বীপে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন|

২য় দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে সেন্টমার্টিন দ্বীপের মূল ভূখন্ড উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সর্ব দক্ষিণে ছেড়াদ্বীপ ভ্রমণ করেন| তিনি ক্রিড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ক্রিড প্রাথমিক বিদ্যালয়-২' পরিদর্শন করেন| চেয়ারম্যান মহোদয় বিদ্যালয়ের কমিটির সাথে মতবিনিময়কালে জানান যে, দ্বীপের সার্বিক উন্নয়নে মূল শক্তি হিসেবে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হতে হবে| অতঃপর তিনি দ্বীপের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ক্রিড স্কুলের শিক্ষকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন|

গত ০৩ মার্চ ২০১১ তারিখে চেয়াম্যান মহোদয় মানিকগঞ্জ জেলায় কর্মরত আর্থ সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন সংস্থা, গ্রামীণ সেবা সংস্থা ও হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি নামক এনজিও-র কার্যালয়ে প্রায় দু'ঘন্টা ব্যাপী বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম সম্প র্কে মতবিনিময় করেন| তিনি মতবিনিময় শেষে ইনোভেটিভ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প র্কে ভবিষ্যতে চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করার আহ্বান জানান|

চেয়াম্যান মহোদয় মানিকগঞ্জ জেলার কর্মরত সহযোগী সংস্থার প্রধান

২৩ মার্চ ২০১১ তারিখে চেয়ারম্যান মহোদয় বগুড়া জেলায় সহযোগী সংস্থা ধ্রুব সোসাইটি, হিউম্যান এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (হার্ড), গ্রামীণ আলো ও গ্রাম বিকাশ সংস্থা নামক এনজিও-র বাস্তবায়াধীন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন|

চেয়ারম্যান মহোদয় ধ্রুব সোসাইটি নামক সহযোগী সংস্থার ৪ জন সুবিধাভোগীর সাথে আলাপ করে জানতে পারেন যে, পূর্বে তাঁরা সবজি চাষে তেমন আগ্রহী ছিলেন না| সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর এখন তাঁরা বাড়ীর আশে-পাশে এবং জমিতেও ব্যাপকহারে সবজি চাষ করছেন| সবজি চাষ করে তাঁরা নিজেরা খাচ্ছেন এবং বিক্রি করে সংসারের আয় বাড়াচ্ছেন|

‡Pqvg¨vb g‡nv`q e¸ov †Rjvq Kg©iZ K‡qKwU mn‡hvMx ms¯'vi cÖavb

গ্রামীণ আলো নামক সহযোগী সংস্থাটি বগুড়া সদর উপজেলায় অবস্থিত| ফাউন্ডেশনের অনুদানে সংস্থাটি দরিদ্র মহিলাদের জন্য শাক-সবজি চাষ, নার্সারী, ছাগল পালন এবং ব্যবসায় উন্নয়নমূলক তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প, সেলাই ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে| সংস্থাটির সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ অন্যতম প্রধান কার্যক্রম| ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মহোদয় সংস্থাটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে জানতে পারেন যে, গ্রামীণ আলো পল-ীর মহিলাদেরকে সংগঠিত করে হিল-া বিবাহ বিষয়ে ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন| যারা ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র| সংস্থাটি ব্যবসায় উন্নয়নমূলক তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প, সেলাই ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে|

তিনি বলেন যে, কেবল ঋণ প্রদান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একমাত্র সমাধান হতে পারে না, এটা অবশ্যই সুযোগের পন্থার সাথে মিল থাকতে হবে| বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগের দুয়ার প্রশস্ত করতে পারে|

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে গ্রামীণ আলো নামক এনজিওটি দুই কিস্তিতে ২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছে| সংস্থাটি বগুড়া সদর উপজেলার নুনগোলা, গোকুলম শাখারিয়া ও নিশিন্দারা ইউনিয়নে ফাউন্ডেশনের অনুদানে দরিদ্র মহিলাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে|

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের ৫১তম সভা

গত ১৭ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন- এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৫১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়| এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস| সভায় ফাউন্ডেশনের ৫০তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়| ৫১তম সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে ফাউন্ডেশনের অফিস ভবন নির্মাণ তরান্বিত করার লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়|

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেত্রকোণা জেলা সফর

গত ১৫ মার্চ ২০১১ তারিখে নেত্রকোণা সদর উপজেলার অন্তর্গত বালুয়াকান্দা গ্রামে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়িত মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির রেকর্ডপত্র ও অফিস পরিদর্শন করেন|

পরে সদর উপজেলার বালুয়াকান্দা গ্রামে অত্র ফাউন্ডেশনের অপর সহযোগী সংস্থা জন কল্যাণ প্রচেষ্টার অফিস পরিদর্শন করেন|

সরকারের গৃহায়ণ তহবিলের ঋণ খেলাপীর কারণে সংস্থাটির নামে বরাদ্দকৃত ২য় কিস্তির অনুদান প্রদান স্থগিত রয়েছে| অতীতে তারা যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে সে সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক জনাব আবু তাহের-এর সঙ্গে আলোচনা করেন| নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুড়ি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে ২০০৯-২০১০ সময়কালে হাওড় বাসীর উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে| পরবর্তী কিস্তি না পাওয়ায় কার্যক্রম বন্ধ আছে|

১৬ মার্চ ২০১১ তারিখ সকাল ০৯-০০ টায় নেত্রকোনা কালেক্টরেট ভবনে জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেখা করেন| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এবং তার সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেন এবং কোন সহযোগী সংস্থা যদি তাঁদের কোন সহায়তা চান তবে সহায়তা প্রদানের অনুরোধ জানান| একই সঙ্গে তাঁদের অনুরোধ জানান মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের সময় অত্র ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য|

সকাল ১০-০০ টায় সার্কিট হাউসে নেত্রকোনা জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সকল সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন| তাছাড়া সভায় গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) নামক সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান উপস্থিত ছিলেন| ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হ'ন এবং ভালভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান| বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন|

কর্মসূচি বাস্ত্মবায়ন সংশি-ষ্ট প্রশিক্ষণ

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী এনজিওসমূহ দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে যাতে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে সে বিষয়টির প্রতি অত্র ফাউন্ডেশন যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে| সহযোগী এনজিও গুলোর অধিকাংশই ছোট এবং কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন| সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও গুলোর প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ কর্মীদেরকে হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনা, গড়হরঃড়ৎরহম ` ঊাধষঁধঃরড়হ, ঙৎমধহব্রধঃরড়হধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ` গধহধমবসবহঃ এবং ঙৎরবহঃধঃরড়হ ড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চধপশধমব ` ডধু ড়ভ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ বিষয়ের উপর এ যাবৎ ১,৯৭৫ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে| গত ০৯-১৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার ৭৫ জন প্রধান নির্বাহীকে গড়হরঃড়ৎরহম ` ঊাধষঁধঃরড়হ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে|

আপনার সন্তানকে স্কুলে